ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 117 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৭৩ ● কলকাতা ● ২৫ আশ্বিন, ১৪৩২ ● রবিবার ● ১২ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব ৪০

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

\তাঁকে একটু গম্ভীর স্বভাবের লাগত। আর এরকম লাগত, আমি যতটা তাঁকে জানতে পেরেছি তা খুবই অল্প। তিনি অনেক কিছু জানতেন।

জল, আবহাওয়া, বৃক্ষ, পাতা, পশু, পক্ষী তাঁর আশেপাশের সব কিছুই সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। সব জিনিসের সম্বন্ধে তাঁর অনেক জ্ঞান ছিল। তিনি প্রকৃতিতে থাকতে থাকতে প্রকৃতিময় হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর চলার ভঙ্গী খুব মন্থর ছিল। একটা লাঠি নিয়ে চলতেন, কিন্তু চলাতে এক ভারসাম্য ছিল। চাল বড় আকর্ষক ছিল। পদক্ষেপ একদম মাপজোপ করে উঠাতেন। ক্রমশঃ

সৌগত রায়ের মন্তব্যে তৃণমূলের অন্দরে শোরগোল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যা ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এদিন দলের একাংশের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, পার্টিকে পবিত্রভাবে দেখা এবং জেতাই এখন একমাত্র লক্ষ্য।রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে সৌগত রায়ের এই মন্তব্য এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিশেষত তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এই বক্তব্যকে একটি 'সতর্কবার্তা' হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

জেতাটাই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, বললেন সৌগত রায়

সৌগত রায় বলেন, 'যদি কোনও একটা পার্টি খেলা-মেলার মধ্যে চলে যায়, তবে তার পলিটিক্যাল সেন্স চলে যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে ৬ মাস পরে নির্বাচন। জেতাটাই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, অন্য কিছু এখন করবেন না। পলিটিক্স ভুলে গেলে চলবে না। যারা ক্ষমতায় আসা পার্টিতে

এরপর ৬ পাতায়

জাতীয় সড়কে ভেঙে পড়ল ব্রিজ,দিঘাগামী পর্যটকদের গাড়ি আটকে রয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কাঁথি:জাতীয় সড়কে ভেঙে পড়ল ব্রিজ,অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক।দিঘা - নন্দকুমার ১১৬ বি জাতীয় সড়কে মারিশদা থানা সংলগ্ন এলাকায় ভেঙে পড়ল ব্রীজ।ভোগান্তিতে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটকেরা। শনিবার দুপুর ১ টা নাগাদ ভেঙে পড়ে ব্রীজ। রাস্তা দুপাশে আটকে পড়ে একাধিক বাস ও লরি।যদিও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় প্রশাসনের দাবি যেহেতু শনিবার এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুজোর মৌসুমে রবিবার অনেকেই যাচ্ছিলেন দিঘার উদ্দেশ্যে। আপ্রাণ চেষ্টা হচ্ছে শনিবার সন্ধ্যের মধ্যে ট্রাফিক চলাচলের উপযুক্ত করে ওই ব্রিজের মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ করা। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফলে দিঘা মুখি যান চলাচল আপাতত বন্ধ রয়েছে। ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনার স্থলে পৌঁছায় মারিশদা থানা পুলিশ থেকে উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকেরা।প্রশাসনের দাবি অতি বৃষ্টির দরুন ওই জাতীয় সড়কে থাকা সেতুটিতে ফাটল দেখা যায়। মেরামতি করার সময় তা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। শনিবার হওয়ায় আটকে পড়ে বহু পর্যটকের গাড়ি।স্থানীয় মানুষজনরা জানান, শুক্রবার রাত থেকেই ফাটল দেখা দিয়েছিল ওই সেতুতে। রাতেই ইঞ্জিনিয়াররা ঘটনাস্থলে ছুটে যান।

এরপর শনিবার সকাল থেকে যে অংশে ফাটল দেখা দিয়েছিল সেই অংশটি রেলিং গার্ড দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। মেরামতির কাজ শুরু হয়েছিল। ফাটলের অংশটি বাদ দিয়ে বাকি অংশ দিয়ে গাড়ি চলাচল করছিল। কিন্তু মেরামতির সময় হঠাৎ গোটা সেতুটি হুড় মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। সেই সময় গাড়ি যদি ওই সেতুর ওপর থাকত তা নিচে পড়ে যেত। বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায় গাড়িচালকরা। ফলে দিঘা থেকে নন্দকুমারের দিকে যাওয়ার জাতীয় সড়কের দুপাশের সমস্ত গাড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বন্যা কবলিত এলাকায় পলির নমুনা সংগ্রহ করতে কৃষি বিজ্ঞানীরা

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

এবারের বন্যায় আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লকের শালকুমারহাটের নতুনপাড়া, মুন্সিপাড়া, প্রধানপাড়া, সিধাবাড়ি সহ বেশ কিছু গ্রামের চাষাবাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। চাষের জমির ক্ষেত্রে এই ক্ষতি দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। কারণ,ডলোমাইট মিশ্রিত পলিতে ঢেকেছে বিঘা বিঘা ধান ও সবজি খেত। সবুজ চাষের জমি ধূসর রংয়ে পরিণত হয়েছে।এজন্য জমির চরিত্রও বদলে যেতে পারে।গত বৃহস্পতিবার চাষের জমি দেখে গেছিলেন

এরপর ৪ পাতায়

SIR নিয়ে ফের হুঁশিয়ারি কুণালের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

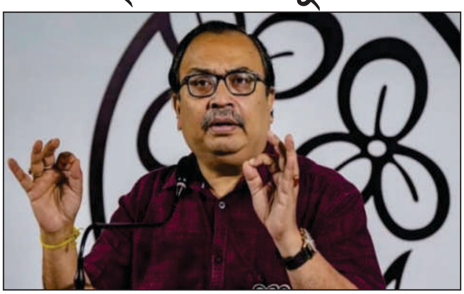

মাথার উপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। তৃণমূল পরিবার সঙ্গে আছে। একজন আসল ভোটারের নাম যদি ভোটার তালিকা থেকে বাদ যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক লক্ষ লোক নিয়ে গিয়ে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের অফিস ঘেরাও করা হবে।'আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কুণাল ঘোষ আরও বলেন, “২০২৬ এ আড়াইশো আসন নিয়ে আবার তৃণমূল আসছে। মুখ্যমন্ত্রীর পদে পরিবর্তন হবে না। পরিবর্তন হবে বিরোধী দলনেতার পদে। কারণ ওই পদে থাকার মতো যথাযথ বিধায়ক সংখ্যা বিজেপির থাকবে না।” কুণাল আরও বলেন, “এই বিজয়া সম্মিলনীর সভা আসলে বিজয় উৎসবের সভার ভিত্তিস্থাপন করছে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় ১৬ টির মধ্যে ১৬টি আসনেই আমরা জিতব। আগামী নির্বাচনে একটা ঐতিহাসিক জয়ের দিকে এগোচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার বাংলার সব রেকর্ড ভেঙে যাবে।”শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে এসে এই হুঁশিয়ারি দিলেন দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কেতুগ্রামের কাঁদরায় দলের বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

SIR নিয়ে ফের হুঁশিয়ারি কুণালের

বলেন, “আগে বলেছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে ভোট করাতে হবে। তাতে ওরা হেরেছে। এখন ভোটার তালিকায় কারচুপি করতে চাইছে। নির্বাচন কমিশনকে এসব কাজে লাগিয়েছে। অন্য রাজ্যের ভোটারদের নাম তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। যেভাবে মহারাষ্ট্র, দিল্লিতে জিতেছিল। এখানেও সেটা চাইছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা ধরে ফেলেছেন।”

কেতুগ্রামের কাঁদরায় দলের বিজয়া সম্মিলনীতে কুণাল ঘোষ। ছবি: জয়ন্ত দাস।

এদিন কাটোয়া মহকুমা এলাকার কেতুগ্রাম ১, কেতুগ্রাম ২ ব্লক এবং কাটোয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে যোগ দেন কুণাল ঘোষ। প্রথমে কেতুগ্রাম ১ ব্লকের বিজয়া সম্মিলনী হয় কাঁদরায়। ছিলেন বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল, পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেতুগ্রামের বিধায়ক শেখ শাহনওয়াজ। মূল বক্তা ছিলেন কুণাল ঘোষ। বক্তব্যে আগাগোড়াই তিনি বিজেপিকে নিশানা করেন। উত্তরবঙ্গের বন্যাকবলিত এলাকায় বিজেপির সাংসদ, বিধায়ক নিগ্রহের ঘটনায় নিয়ে তাঁর বক্তব্য, “ওই ধরনের ঘটনা কাম্য নয়। তবে নাগরাকাটার ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত নয়। ওটা সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ। উত্তরবঙ্গে মানুষের পাশে বিজেপির নেতারা দাঁড়াতে যাননি। গিয়েছিলেন ছবি তুলতে। তাই সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। ১০০ দিনের কাজ করিয়ে বিজেপি দিনমজুরদের পাওনা টাকা আটকে রেখেছে। অথচ সেই টাকা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহলে বিক্ষোভ হবে না?”

এদিন কড়া ভাষায় কুণাল ঘোষ বলেন, “এবার বিজেপির যেসব নেতারা দিল্লি থেকে এখানে জ্ঞান দিতে আসবেন, তাঁদের কাছে সাধারণ মানুষ জানতে চাইবেন, কেন ১০০ দিনের প্রকল্পের ১ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা আটকে রাখা হয়েছে। এই প্রশ্ন তাদের কাছে সাধারণ মানুষ তুলতেই পারেন।”

২ বাঙালি জওয়ানের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জঙ্গি দমন অভিযানে কাশ্মীরের অনন্তনাগে দুই বাঙালি জওয়ানের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন শোকবার্তা। শত্রুকে নিকেষ করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বীরভূমের সুজয় ঘোষ ও মুর্শিদাবাদের পলাশ ঘোষ। শনিবার নিজের বাড়িতেই ফিরছেন কফিনবন্দী হয়ে। ঘরের ছেলের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ২ জেলা। শুক্রবার সেনার পক্ষ থেকে সুজয় ঘোষের পরিবারকে জানানো হয়, গুরুতর অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করার পর তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে বাড়িতে খবর আসে। সুজয় ঘোষ বীরভূমের রাজনগরের ভবানীপুর অঞ্চলের কুন্ডিরা গ্রামের বাসিন্দা। পলাশ ঘোষ মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার রুকুনপুর পঞ্চায়েতের বলরামপাড়ার বাসিন্দা। ভারতীয় সেনার এলিট প্যারা ইউনিটের সেনা হিসেবে কাজ করছিলেন তাঁরা। গত মঙ্গলবার কোকেরাং-এ এক জঙ্গিদমন অভিযানে ছিলেন তাঁরা। কিন্তু সেদিন আচমকাই এক তুষারধসে নিখোঁজ হয়ে যান তাঁরা। কোনও খোঁজ মিলছিল না। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দুজনের দেহ উদ্ধার করে সেনা। এবার তাঁরা ফিরছেন

এরপর ৬ পাতায়

সুজিত বসুর অফিস থেকে কী কী পেল ED

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে রাতভর চলল ইডি তল্লাশি। উদ্ধার নগদ বেশ কয়েক লক্ষ টাকা ও নথি। পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে শনিবার দিনভর তল্লাশি চলে রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসুর রেস্তোরাঁ ও অফিসে। নগদ টাকার সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিপুল ব্যবসা সংক্রান্ত নথিও। মন্ত্রীর অফিস, রেস্তোরাঁর পাশাপাশি তল্লাশি চলে মন্ত্রী পুত্রের রেস্তোরাঁয়। পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে এর আগেও নিতাইকে ১২ ঘণ্টার কাছাকাছি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। এর আগে ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে, গত ১২ জানুয়ারি সুজিতের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। সেই সময় তাঁর মোবাইল বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। তবে এবার প্রথমবার তাঁর অফিসে হানা দিয়েছিল ইডি। এছাড়াও নিউ আলিপুরে অমিত আগরওয়াল নামে হাইকোর্টের আইনজীবীর বাড়িতেও ইডি তল্লাশি চালায় শুক্রবার। গিরিশ পার্ক থানা এলাকার ৮এ সরকার লেনেও চলছে ইডি তল্লাশি। বিশাল পাতোড়িয়া নামের এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।ইডি আধিকারিকরা তল্লাশি চালান মন্ত্রী ঘনিষ্ঠদের বাড়িতেও। মন্ত্রী এবং মন্ত্রী-পুত্রের মালিকানাধীন তিনটি রেস্তোরাঁ ইডি স্ক্যানারে। তল্লাশি করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে রেস্তোরাঁ। ব্যবসার আয়-ব্যয়ের নথিও সংগ্রহ করেছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকরা।

রেস্তোরাঁ ব্যবসার আড়ালে হিসেব বহির্ভূত আয়ের অর্থ পাচার? রেস্তোরাঁর আয়-ব্যয়ের হিসেব থেকে সেই সন্দেহই বাড়ছে ইডি আধিকারিকদের। সেক্টর ফাইভে মন্ত্রীর আরও একটি চিনা রেস্তোরাঁতেও এদিন চলে তল্লাশি। ইডি সূত্রে খবর, মন্ত্রী সুজিত বসু এবং মন্ত্রীর ছেলের কাছ থেকে চাওয়া হতে পারে ব্যবসার নথি। উদ্ধার করা হয়েছে নগদ বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। উৎসও জানতে চাওয়া হবে বলে খবর ইডি সূত্রে। শনিবারের তল্লাশিতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ১৫ থেকে ২০ জন আধিকারিক। দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্তের বাড়ি ও গোডাউনেও অভিযান চালায় ইডি।

সম্পাদকীয়

অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণিত হলে জেলও হতে পারে

SIR প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্ফোরক মন্তব্যের পর রাজ্যের মুখ্যসচিবের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন । বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য রাখেন, তাতে কমিশনের নির্দেশিকা এবং প্রশাসনিক প্রোটোকল ভঙ্গ হয়েছে কিনা, তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন।যদিও এই অভিযোগের ভিত্তিতে শাসক দলের তরফে কেউ এখনও সরকারি প্রতিক্রিয়া না দিলেও, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন এই ঘটনা মুখ্যসচিব ও মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক নিয়েও নতুন বিতর্ক উসকে দিতে পারে। কমিশনের তরফে ইতিমধ্যেই নবান্নে প্রাথমিক রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। এখন দেখার, মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয় কি না, অথবা মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্তব্যের ব্যাখ্যা দেন কিনা।

কমিশনের অভ্যন্তরীণ সূত্রের খবর, মুখ্যসচিব কীভাবে সেই মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন, তা নিয়েও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় সরকার ও কমিশনকে। তাঁর অভিযোগ, 'SIR-এর নামে আদপে NRC চালু করার চক্রান্ত চলছে।' এখানেই থেমে থাকেননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও কটাক্ষ করে তাঁকে 'মীরজাফর' বলে উল্লেখ করেন।'

একইসঙ্গে তিনি কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, 'যিনি রাজ্য থেকে গিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। সময় হলে বলব। আশা করি তিনি বেড়ে খেলবেন না, কারণ উনি বড্ড অফিসারদের থ্রেট করছেন। অথচ নিজেই দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ।' এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়।

ফলকনামা ছাড়া কোন সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায় না বলে দাবি কমিশনের ।

নির্বাচন কমিশনের সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যে প্রশাসনিক শালীনতা প্রশ্নের মুখে। কমিশন মনে করছে, লোকপাল আইনের ২০ নম্বর ধারায় স্পষ্ট বলা আছে হলফনামা ছাড়া কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায় না। মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণিত হলে এক বছরের জেলও হতে পারে। তাই মুখ্যমন্ত্রী যখন প্রকাশ্যে অভিযোগ তুলছেন, তখন মুখ্যসচিবের উপস্থিতি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে কমিশন।

এই ঘটনার পরই সরব হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন। শুভেন্দু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে ভাষা প্রয়োগ করেছেন, তাতে মনে হয় তিনি কমিশনকে হুমকি দিচ্ছেন। আমরা জানতে চাই মনোজ আগারওয়ালের বিরুদ্ধে কী তথ্য আছে। কোন আধিকারিককে কীভাবে তিনি ধমকেছেন, তাঁর নাম প্রকাশ করুন।' তিনি আরও বলেন যে, 'এই আধিকারিক কে? বিএলও, বিডিও, ম্যাজিস্ট্রেট না এসডিও? জনগণ জানতে চায়, মুখ্যমন্ত্রী কার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন।'

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

বুদ্ধি ,বিবেচনা, বিশ্লেষণ মধ্য দিয়ে সঠিক শিক্ষা অর্জন করে ।পৃথিবীর বুকে যত পাণ্ডিত্য জন্মগ্রহণ করেছে, তারা জন্মানোর পর হইতে পণ্ডিত হয়নি। তাদের শিক্ষা এবং কর্ম আর ধৈর্য্যে পাণ্ডিত্য জায়গায় নিয়ে গেছে, সমাজের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের চিরাচরিত ইতিহাস তাই বলছে। আমাদের সমাজের সঠিক শিক্ষা এবং দীক্ষার অভাব আছে,। সব মানুষ সঠিক শিক্ষা যদি শিক্ষিত হয় ,তাহলে আমাদের সমাজ অনেক উন্নতি হবে। আজো এই সমাজে এমন মানুষ আছে যাদের পুঁথিগত শিক্ষা অনেক

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

বন্যা কবলিত এলাকায় পলির নমুনা সংগ্রহ করতে কৃষি বিজ্ঞানীরা

রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। সেদিনই মন্ত্রী বলেছিলেন যে এখানে কৃষি বিজ্ঞানী পাঠানো হবে। মন্ত্রীর নির্দেশে শনিবার বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ,নীহারেন্দ্র সাহা ও সিধু মুর্মু নামে তিনজন বিজ্ঞানী শালকুমারহাটে আসেন। এদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তাঁরা বিভিন্ন গ্রামের চাষা-বাদের জমি পর্যবেক্ষণ করেন।মাটির নমুনাও সংগ্রহ করেন।সঙ্গে ছিলেন জেলা কৃষি উপ অধিকর্তা(প্রশাসন) সর্বেশ্বর মন্ডল,আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল,তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার ১ নং ব্লক সভাপতি তুষারকান্তি রায়,শালকুমার ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবাস রায়,ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা অজিত রায় প্রমুখ। বিধায়ক জানান,ডলোমাইটের পলিতে জমির চরিত্র বদলে যেতে পারে।তাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এখানে পঞ্চায়েত মন্ত্রী এসেছিলেন। তাঁর নির্দেশে এদিন তিনজন কৃষি বিজ্ঞানী জমির মাটির নমুনা সংগ্রহ করেন। এর প্রভাব কতটা পড়তে পারে তা পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে জানাবেন।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পালযুগের মন্থনে কিভাবে কালীমূর্তির বর্তমান রূপ তৈরি হল সে প্রসঙ্গে আমরা আসব।

একাদশ শতক (নয়পালের সমকালীন) চর্চিকা। বর্তমানে ন্যাশনাল মিউজিয়াম, দিল্লিতে আছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দলীয় প্রধানকে চুলের মুঠি ধরে, জুতোপেটা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

খড়গপুর : খড়গপুরে তৃণমূল বনাম তৃণমূল। পঞ্চায়েতের অফিসের মধ্যেই নেত্রীদের খণ্ডযুদ্ধ ! তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানকে চুলের মুঠি ধরে, জুতোপেটা করা হল। মুখে মাখিয়ে দেওয়া হল কালি ! পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে, খড়গপুর ২ নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও ও পুলিশকে সেখানে যেতে হয়।যদিও বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য এবং অঞ্চলের বিরোধী দলনেত্রী সাথী চক্রবর্তী বলেন, "ওদের নিজেদের মধ্যে উত্তেজনা হচ্ছে, ওদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হচ্ছে। নিজেদের সমস্যা নিজেরা না মেটাতে পারলে, তখন কী করছে ? তখন বিজেপিকে টানছে। এটা পুরো মিথ্যা কথা। নিজেদের ঘরে আগুন লেগেছে, সেই আগুন নেভাতে না পেরে, সেটাকে টার্গেট করেছে বিজেপি প্ররোচনা দিচ্ছে, তার জন্য হচ্ছে।"

খবর পেয়ে খড়গপুর দু'নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও দীপঙ্কর রায় ও খড়গপুর লোকাল থানা পুলিশ পৌঁছায়। এরপর স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।তারপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

প্রকাশ্যে জুতোপেটা। বেধড়ক মারধর। তৃণমূল পরিচালিত খড়গপুর ২ নং ব্লকের চাঙ্গুয়াল পঞ্চায়েত অফিসের ভেতরে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সুজাতা দে-র হাতে মারধর খেলেন তৃণমূলেরই পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি সিংহ। অভিযোগ, এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে বাধা দেওয়া নিয়েই বাধে বচসা। যা গড়ায় মারামারিতে। পঞ্চায়েত অফিসের মধ্যেই তৃণমূল বনাম তৃণমূল। একেবারে খণ্ডযুদ্ধ। এ প্রসঙ্গে চাঙ্গুয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও তৃণমূল নেত্রী দীপালি সিংহ বলেন, "আমাদেরই একজন পঞ্চায়েত সদস্য, তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। এসে বলেছেন ওঁর একটা কাজ...গার্ডওয়ালের একটা কাজ আছে, যেটা উনি এইবার করতে চাইছেন। উনি আগে থেকে পরিকল্পনা করে এসেছিলেন। কালিটা আমার গায়ে ছিটাবে বলে এসেছিলেন। হাতে মেখেছেন, মেখে আমার গালে লাগালেন। কালিটা যখন ঢালবে, আমি এমন ধাক্কা মেরেছি, ওইপাশে গিয়ে ধাক্কাটা লেগেছে।"

চাঙ্গুয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ও তৃণমূল নেত্রী সুজাতা দে বলেন, "একটা চিনেমাটির টব তুলে এনে আমার মাথায় আঘাত করেছে। মাথায় আঘাত করার পর আমাকে চিড়ে দিয়েছে নখ দিয়ে। মুখে কালি লাগিয়েছে আমাকে। জামা ওড়নায় পুরো কালি লাগিয়েছে। অঞ্চল অফিস জিপিতে আমি তালি ঝুলিয়ে রেখেছি। তারপর পাবলিককে ডেকেছি। আমরা সবাই তৃণমূল। ওদের ডাকার পর ওরা এসেছে। জিজ্ঞাসা করেছে আমাদের পঞ্চায়েতের গায়ে কেন হাত তুলেছ ? এটা বলতে তখন ওরা মেরেছে এক-দু ঘা করে।"

পঞ্চায়েত অফিসেই তৃণমূলের দুই নেত্রীর মারধরের ছবি প্রকাশ্যে। যদিও, তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের দাবি, এর নেপথ্যে নাকি রয়েছে বিজেপি। দীপালি সিংহ বলেন, "আমি জানি বিজেপি এর পিছনে রয়েছে। বিরোধী দলনেত্রী সেখানে বসেছিলেন। তাঁদেরই প্ররোচনায় প্ল্যান করে এসেছিলেন।"

নানাজি দেশমুখের জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নানাজি দেশমুখের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে দূরদর্শী সমাজ সংস্কারক, দেশ নির্মাতা এবং স্বনির্ভরতা ও গ্রামীণ ক্ষমতায়নে আজীবন প্রবক্তা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নানাজি দেশমুখের জীবন ছিল নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা এবং সমাজের প্রতি সেবার এক মূর্ত প্রতীক।

প্রধানমন্ত্রী লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছ থেকে নানাজি দেশমুখের গভীর অনুপ্রেরণার কথাও তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, জেপির প্রতি নানাজির শ্রদ্ধা এবং যুব উন্নয়ন, সেবা এবং জাতি গঠনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জনতা পার্টির মহামন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর বার্তায় প্রতিফলিত হয়।

এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন;

"নানাজি দেশমুখের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি। তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী সমাজ সংস্কারক, দেশ নির্মাতা এবং স্বনির্ভরতা ও গ্রামীণ ক্ষমতায়নের আজীবন প্রবক্তা। তাঁর জীবন ছিল সমাজের প্রতি নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা এবং সেবার এক মূর্ত প্রতীক।"

"নানাজি দেশমুখ লোকনায়ক জেপি দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। জেপির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং যুব উন্নয়ন, সেবা এবং জাতি গঠনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জনতা পার্টির মহামন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর এই বার্তায় দেখা যায়।"

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
দৈনিক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

ট্রাম্পের কপালে জোটেনি শান্তিতে নোবেল ক্ষোভ প্রকাশ হোয়াইট হাউস

বেবি চক্রবর্ত্তী

দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে ট্রাম্পের কপালে জোটে নি শান্তিতে নোবেল। এই নিয়ে যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেছে হোয়াইট হাউস। কিন্তু পরে কিছুটা স্বস্তির বার্তা দিয়েছে ট্রাম্প। অবশেষে সাংবাদিকদের সামনে মুখ খুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর বক্তব্য, 'আমার হয়েই ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলনেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেছেন।' এখানেই শেষ নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, 'যে মানুষটা নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন, তিনি আমায় আজ ফোন করেছিলেন। উনি বললেন, আপনিই এই সম্মানের যোগ্য তাই আপনার হয়েই আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করলাম।' বিষয়টি তাঁর

অত্যন্ত ভাল লেগেছে বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প। একইসঙ্গে সহাস্যে বলেন, 'আমি কিন্তু ওঁকে বলিনি, পুরস্কার আমায় দিয়ে দাও। আমি তো ওঁকে শত শত মানুষের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্যই করেছি। এদিকে, ভেনিজুয়েলার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সমাজকর্মী তথা বিরোধী দলনেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো এই সম্মানের কেবলমাত্র নিজের দেশের মানুষকেই নয়, উৎসর্গ করেছেন স্বয়ং ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, 'ভেনেজুয়েলার যে সকল মানুষ এতকাল নির্যাতন সহ্য করে এসেছেন, এই সম্মান তাদের উৎসর্গ করলাম। এবং এই সম্মান উৎসর্গ করব প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে, কারণ তিনি আমাকে সর্বদা সাহায্য করেছেন।' অবশ্য মারিয়া কোরিনা মাচাদোর নাম ঘোষণার পর হোয়াইট হাউস নোবেল কমিটির উপর ক্ষোভ উগরে দেয়। মেধা না দেখে রাজনীতি করেছে নোবেল কমিটি, এমন অভিযোগও তোলে ওভাল অফিস। এক্স হ্যান্ডলে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র স্টিভেন চেউং বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এরপরও একের পর এক শান্তি চুক্তি করবেন। যুদ্ধ থামাবেন, প্রাণ বাঁচাবেন। উনি মানবিক এবং তাঁর মতো এ জগতে আর কেউ নেই যিনি নিজের মনের ইচ্ছেয় পাহাড় টলাতে পারেন।

ইতালিতে প্রকাশ্যে বোরকা-নিকাব নিষিদ্ধের প্রস্তাব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুসলিম নারীদের জন্য প্রকাশ্যে বোরকা ও নিকাব পরিধানে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত একটি বিল প্রণয়নের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে ইতালির শাসক দল 'ব্রাদার্স অব ইতালি'। এটিকে 'ইসলামিক বিচ্ছিন্নতাবাদ' প্রতিরোধের পদক্ষেপ হিসেবে পার্লামেন্টে উল্লেখ করেছে দলটি।

দেশটির সংসদ সদস্য আন্দ্রেয়া ডেলমাস্ত্রো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে লিখেছেন, 'ধর্মীয় স্বাধীনতা পবিত্র একটি ধারণা। প্রত্যেকটি ধর্মের ওপর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তবে, এটি আমাদের সংবিধান এবং ইতালির রাষ্ট্রীয় নীতির প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখে প্রয়োগ করতে হবে।'

নিষেধাজ্ঞার আওতায় বোরকা ও নিকাব পরিধান করা যাবে না এমন জনসমাগম স্থানগুলো হলো—দোকান, স্কুল ও অফিস। নিয়ম ভঙ্গ করলে ৩০০ ইউরো থেকে ৩,০০০ ইউরো পর্যন্ত জরিমানা করা হবে বলে বিলে প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই প্রস্তাবটি প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির ডানপন্থি দলের 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' প্রতিরোধে নেওয়া আরও বিস্তৃত বিলের অংশ।

ব্রাদার্স অব ইতালির অভিবাসন বিষয়ক প্রধান সারা কেলানি সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'বিলটি মূলত মসজিদের তহবিল নিয়ন্ত্রণ এবং বোরকা-নিকাব নিষিদ্ধ করার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।'

(৩ পাতার পর)

২ বাঙালি জওয়ানের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বাড়িতে।তিনি লিখেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের সময় চরম প্রতিকূল আবহাওয়া ও তুষারধসে আমাদের বাংলার দুই সাহসী প্যারা-কমান্ডোর শহিদ হওয়ার ঘটনায় আমি শোকাহত। বীরভূমের ল্যান্স নায়েক সুজয় ঘোষ এবং মুর্শিদাবাদের ল্যান্স হাবিলদার পলাশ ঘোষকে দেশরক্ষায় তাঁদের অসীম বীরত্ব, নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগের জন্য আমার স্যালুট জানাই। তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। এই শোকের সময়ে আমাদের সরকার দুই পরিবারকেই সম্ভাব্য সকল সহায়তা করবে।

(১ম পাতার পর)

সৌগত রায়ের মন্তব্যে তৃণমূলের অন্দরে শোরগোল

আছেন তারা কি মনে রাখছেন এটা শহিদদের পার্টি? নাকি ভাবছেন, এর মধ্যে যা কামিয়ে নেওয়ার কামিয়ে নিই। এটা মূল বিষয় যে পার্টিটাকে একটা পবিত্র ব্যাপার হিসেবে দেখতে হবে।'

সৌগত রায়ের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। সিপিএমের যুব নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, 'খেলা-মেলায় তো তৃণমূল আজ যায়নি! এর আগে যখন বামেরা তৃণমূল সরকারের খেলা-মেলা নিয়ে সমালোচনা করেছিল, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বলেছিলেন খেলা-মেলা করব না তো কি শ্রাদ্ধ করব? সৌগত রায় বোধ হয় বুঝেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পলিটিক্যাল সেন্স চলে গেছে।'

অন্যদিকে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সৌগত রায়ের মন্তব্যের পাল্টা মন্তব্য করে বলেছেন যে, 'সৌগত রায়ের সমাজকে চেনার অভিজ্ঞতা প্রশ্নাতীত! তিনি দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক কর্মী, বহুবার জনপ্রতিনিধি হয়েছেন। বহুবার দল পরিবর্তনও করেছেন। গতকাল তিনি SIR নিয়ে বলেছিলেন। বলেছিলেন, SIR হলে অসুবিধা কোথায়? সম্পূর্ণ ওদের দলের অবস্থানের বাইরে গিয়ে কথাটা বলেছিলেন। মাঝেমধ্যে উনি দলের বিবেক হয়ে ওঠেন।'

সিনেমার খবর

তিন দশক অপেক্ষার পরে জাতীয় মুকুটে কিং খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

৭১তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের মঞ্চে সেরা অভিনেতার সম্মাননা পেলেন বলিউডের কিং শাহরুখ খান। দীর্ঘ প্রায় তিন দশকের চলচ্চিত্র জীবনে প্রথমবারের মতো জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হলেন কিং খান। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গলবার হাতে তুলে দিলেন 'জওয়ান' ছবির জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার।

আগস্টের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছিল ৭১তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকা। সেরা অভিনেতা বিভাগে শাহরুখ খানের সঙ্গে পুরস্কৃত হন 'টুয়েলভথ ফেল' ছবির অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে। অপরদিকে 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে' ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রীর শিরোপা অর্জন করেন রানী মুখার্জী।

তিন দশকের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে শাহরুখ খান অভিনয় করেছেন অসংখ্য চরিত্রে কখনও 'রাজ', কখনও 'রাহুল', আবার কখনও 'মেজর সমর আনন্দ' কিংবা 'মোহন'। যদিও সব ছবি বক্স অফিসে সফল হয়নি, তবুও তিনি কখনও থেমে যাননি। মাঝখানে বিরতি নিয়ে নিজেকে নতুন করে তৈরি করেছেন। বয়স এবং শারীরিক সমস্যাকে জয় করে আবারো ফিরে এসেছেন নতুন শক্তি নিয়ে।

সম্প্রতি 'পাঠান', 'জওয়ান' ও 'ডাঙ্কি' চলচ্চিত্র নিয়ে সুপারহিট ফিরেছেন শাহরুখ খান। জাতীয় পুরস্কার তার এই নতুন অধ্যায়ের কৃতিত্ব স্বরূপ। 'জওয়ান' সিনেমার জন্য পাওয়া এই জাতীয় পুরস্কার এখন কিং খানের ক্যারিয়ারের সোনালি অধ্যায় হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

খান পরিবারের অন্দরের গল্প ফাঁস করলেন আসিফ শেখ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের ভাইজানখ্যাত অভিনেতা সালমান খানের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 'ভাবিজি ঘর পর হ্যায়' ধারাবাহিকের অভিনেতা আসিফ শেখের। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে খান পরিবার প্রসঙ্গে অজানা এক গল্প শোনালেন তিনি। বাবা সেলিম খানের সামনে মুখ খুলতে গেলেও নাকি কথা জড়িয়ে যেত ভাইজানের, সেই গল্পও শোনালেন আসিফ শেখ।

এ অভিনেতা বলেন, অতুল অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণে অনেক দিন ধরেই খান পরিবারকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। সালমানের ফার্ম হাউসে কাটানো সময়ের কথা মনে করে তিনি বলেন, সেলিম আঙ্কেল অত্যন্ত পরিণত একজন মানুষ। কখনো কখনো সালমানের ফার্মে গিয়ে সেলিম আঙ্কেলের সঙ্গে সময় কাটাতাম। অতুল আমার খুব ভালো বন্ধু। আমরা সেলিম আঙ্কেলের কত মজার গল্প শুনতাম। কৌতুকরসে ভরপুর তিনি। ওর থেকে অনেক কিছু শিখেছি।

আসিফ আরও বলেন, সালমান কখনই তার বাবার কাছ থেকে তারকাসুলভ ব্যবহার পাননি। সালমানের বড় সমালোচক ওর বাবা। ছেলের মুখের ওপর কড়া কথা বলে দেন। সালমানের কোনো দিন বাবার মুখের ওপর কথা বলার সাহস পায়নি। বাবাকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করেন তিনি। তিনি বলেন, আমার মনে আছে—যুবক বয়সে যখন সালমান তারকা হয়ে উঠেছেন, তখন বাবার সামনে কথা আটকে যেত ওর।

সুকেশের ঘটনায় ছাড় নেই জ্যাকুলিনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০০ কোটি রুপির প্রতারণা মামলায় নাম জড়িয়েছিল বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের। গতকাল সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) শীর্ষ আদালতের শুনানির অপেক্ষায় ছিলেন অভিনেত্রী। কিন্তু এই দিনও অব্যাহতি মিলল না।

জ্যাকুলিনের চর্চিত প্রেমিক এই ২০০ কোটি রুপির প্রতারণা মামলায় বর্তমানে সংশোধনাগারে রয়েছেন। এ ঘটনাতেই নাম জড়িয়েছিল জ্যাকুলিনের। গত ৩ জুলাই দিল্লি হাইকোর্টের কাছে প্রথমে মামলা থেকে নিষ্পত্তি পাওয়ার আবেদন করেছিলেন অভিনেত্রী। সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন হাইকোর্ট।

এরপরে দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করেছিলেন জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। সেই আবেদনেরই শুনানি ছিল গতকাল সোমবার। কিন্তু এবারও অব্যাহতি পেলেন না অভিনেত্রী।

একটি সূত্র জানায়, শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদনে জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ জানিয়েছিলেন— তিনি এ ঘটনায় কোনোভাবেই অভিযুক্ত নন। বরং তার সঙ্গেই বারবার নাকি অন্যায়টা করেছেন সুকেশ চন্দ্রশেখর। সেই আবেদনে এ-ও বলা হয়েছিল— ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) নাকি নিজেই জানিয়েছে, তিহার জেলে সুকেশকে ফোন ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে। প্রতারণাকাণ্ডে যে ফোন ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলো এখনো সুকেশ ব্যবহার করছেন বলে আবেদনে জানান জ্যাকুলিন।

ইডির অভিযোগ ছিল— সুকেশের থেকে ৭ কোটি রুপির উপহার নিয়েছেন জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। এই ৭ কোটি রুপি নাকি ওই ২০০ কোটি রুপিরই অংশ। জ্যাকুলিন দাবি করেছেন— সুকেশের অপরাধজগৎ সম্পর্কে নাকি তার কোনো ধারণাই ছিল না।

সুকেশ চন্দ্রশেখর সংশোধনাগারে থাকলেও সেখান থেকে জ্যাকুলিনকে চিঠি লেখেন তিনি। সেই চিঠি সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরে তার সহকারী দল। এমনকি 'প্রেমিকা'র জন্য নানা রকমের দামি উপহার তিনি এখনো পাঠান।

ভেনেজুয়েলাকে হারিয়ে জয়ে ফিরল আর্জেন্টিনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সবার আগে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছিল আর্জেন্টিনা। বাছাইয়ের শেষ ম্যাচটিতে শুক্রবার (১০ অক্টোবর) তারা ইকুয়েডরের বিপক্ষে হেরে যায়। ওই হারের পর বাংলাদেশ সময় শনিবার সকালে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে জয়ে ফিরলো। মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রীতি ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতেছে লিওনেল স্কালোনির দল। একমাত্র গোলটি করেন জিওভানি লো সেলসো।
অনিয়মিতদের বেশি সময় সুযোগ দেওয়ার ঘোষণা আগেই দিয়েছিলেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেভাবেই শুরুর একাদশ সাজান তিনি। তাতে তার দলকে সেরা রূপে দেখা না গেলেও, জয়ের পথে ফিরল তারা।
গত মাসে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শেষ ম্যাচেও মেসিকে বিশ্রাম দিয়েছিলেন কোচ। একুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচটি ১-০ গোলে হেরে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা।
ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটেই দলকে এগিয়ে নেওয়ার পরিষ্কার সুযোগ পান লাউতারো মার্তিনেস। কিন্তু ডি-বক্সে দারুণ পজিশন থেকে তার প্রচেষ্টা রুখে দেন গোলরক্ষক। সাত মিনিট পর তার আরেকটি শট হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট।

১৭তম মিনিটে দূর থেকে চেষ্টা করেন আর্জেন্টিনার নিকো পাস। তার জোরাল শটও ঝাঁপিয়ে আটকান জোসে কনত্রেরাস। বল তার হাতে লেগে পোস্টে বাধা পায়। খেলার ধারার বিপরীতে ৩১তম মিনিটে আচমকাই সুবর্ণ সুযোগ পায় ভেনেজুয়েলা। কিন্তু গোলমুখে ফাঁকায় বল পেয়েও অবিশ্বাস্যভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হেড করেন আলেহান্দ্রো মার্কেস।
এরপরই দ্রুত পাল্টা আক্রমণে উঠে ভেনেজুয়েলার জালে বল পাঠান লো সেলসো। লাউতারো মার্তিনেসের পাস ডি-বক্সে ফাঁকায় পেয়ে নিচু শটে গোলটি করেন রেয়াল বেতিস মিডফিল্ডার।
বিরতির আগে গোল পেতে পারতেন লাউতারো মার্তিনেস। মার্কোসের পাস দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণের নেওয়ার ফাঁকে একজনকে ফাঁকি দিয়ে, ডি-বক্সে ঢুকে ড্রিবল করে আরও দুজনের বাধা এড়িয়ে জোরাল শট নেন ইন্টার মিলান ফরোয়ার্ড; কিন্তু সোজাসুজি শটটি ঠেকাতে বেগ পেতে হয়নি কনত্রেরাসের।
দ্বিতীয়ার্ধে ষষ্ঠ মিনিটে আবার দূর থেকে শট নেন মিডফিল্ডার পাস। কিন্তু গোলরক্ষককে পরাস্ত করতে পারেননি তিনি। ১০ মিনিট পর হুলিয়ান আলভারেসের শটও আটকান কনত্রেরাস। কিছুক্ষণ পর পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে জোরাল শট নেন লাউতারো মার্তিনেস। দারুণ ক্ষীপ্রতায় ঝাঁপিয়ে সেটাও রুখে দেন কনত্রেরাস।
৭৪তম মিনিটে দুর্ভাগ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় ভেনেজুয়েলার পথে। কিনতেরোর শট ক্রসবারে লাগলে আর সমতায় ফেরা হয়নি তাদের। শেষ কয়েক মিনিটে ভীষণ চাপ বাড়ায় আর্জেন্টিনা। মুহূর্তের ব্যবধানে তিন দফায় সুযোগ পান লাউতারো মার্তিনেস; গোলমুখে থেকেই তার প্রথম দুটি শট গোলরক্ষক আটকানোর পর তৃতীয়টি রক্ষণে প্রতিহত হয়। ফলে অনেক সুযোগ পেয়েও গোল না পাওয়ার হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় তাকে।
পরের প্রীতি ম্যাচে বাংলাদেশ সময় আগামী মঙ্গলবার ভোরে পুয়ের্তো রিকোর মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা।

রোহিতকে টপকে সৌরভ-ধোনিকে ছুঁয়ে ফেললেন শুভমান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অধিনায়ক হিসেবে দিল্লিতে সপ্তম টেস্ট খেলতে নেমেছেন শুভমান গিল। এর মধ্যেই টপকে গেলেন অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মার নজির। ছুঁয়ে ফেললেন সৌরভ গাঙ্গুলী এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির কীর্তি।
শনিবার টেস্ট ক্রিকেটে দশম শতরান করলেন শুভমান। অধিনায়ক হিসেবে পঞ্চম টেস্ট শতরান এলো তার ব্যাট থেকে। একই সঙ্গে তিনি টপকে গেলেন রোহিতকে।
ভারতের টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে চারটি শতরান রয়েছে রোহিতের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১২৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে অধিনায়ক হিসেবে রোহিতকে পিছনে ফেললেন শুভমান। তিনি পিছনে ফেলেছেন রাহুল দ্রাবিড়কেও। ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচেরও অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট শতরানের সংখ্যা চার।
রোহিত, দ্রাবিড়কে টপকানোর পাশাপাশি শুভমান একসঙ্গে ছুঁয়েছেন তিন প্রাক্তন অধিনায়ককে। সৌরভ, ধোনি এবং মনসুর আলী খান পতৌদির নজির স্পর্শ করেছেন ২৬ বছরের এই ক্রিকেটার। এই তিন জনেরই অধিনায়ক হিসেবে টেস্টে পাঁচটি করে শতরান রয়েছে।
টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শতরান বিরাট কোহলির ২০টি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন সুনীল গাভাস্কার। তার শতরানের সংখ্যা ১১টি। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন। তিনি অধিনায়ক হিসেবে টেস্টে নয়টি শতরান করেছেন। চতুর্থ স্থানে শচীন টেন্ডুলকারের সাতটি শতরান। পতৌদি, সৌরভ এবং ধোনির সঙ্গে যুগ্ম ভাবে পঞ্চম স্থানে থাকলেন শুভমান।

আইএলটি-টোয়েন্টির নিলামে সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্যে অশ্বিন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের অভিজ্ঞ অফ-স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবার দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি নাম লিখিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিতব্য ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টি (আইএলটি-টোয়েন্টি) এর আসন্ন নিলামে। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে এই লিগের নিলাম। সেখানে অশ্বিন আছেন সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্যের ক্যাটাগরিতে- ১ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই বিভাগে একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে রয়েছেন ৩৯ বছর বয়সী অশ্বিন।
অশ্বিন গত ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝপথে হঠাৎ করে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। এরপর আইপিএল থেকেও বিদায়ের ঘোষণা দেন তিনি, যার ফলে তার সামনে বিদেশি লিগে খেলার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। সেই ঘোষণার পরই তিনি জানান, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন লিগে খেলার ইচ্ছা রয়েছে তার। এবার সেই কথাই বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে আইএলটি-টোয়েন্টির মাধ্যমে।
বর্তমানে নিলামের জন্য ৮০০ জনের বেশি ক্রিকেটার নাম নিবন্ধন করেছেন, যার মধ্যে ২৩ জন ভারতীয় খেলোয়াড়ও রয়েছেন। চূড়ান্ত তালিকা এই সপ্তাহেই প্রকাশ করা হবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর আগ্রহের ভিত্তিতে।

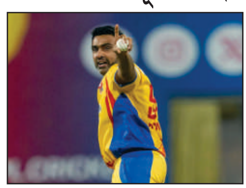

আইএলটি-টোয়েন্টির চতুর্থ আসর শুরু হবে ২ ডিসেম্বর এবং শেষ হবে ৪ জানুয়ারি। ছয় দলের এই টুর্নামেন্টে পুরো মৌসুমেই অংশ নেবেন অশ্বিন। লিগের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি স্কোয়াডে ১৯ থেকে ২১ জন খেলোয়াড় থাকতে পারবেন। এর মধ্যে কমপক্ষে ১১ জন পূর্ণ সদস্য দেশের, চারজন সংযুক্ত আরব আমিরাতের, একজন কুয়েতের, একজন সৌদি আরবের এবং দুইজন অন্যান্য সহযোগী দেশের হতে হবে।
একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি নিলামের বাইরে সর্বোচ্চ দুজন 'ওয়াইল্ডকার্ড' খেলোয়াড় দলে নিতে পারবে।
গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইএলটি-টোয়েন্টির পর অশ্বিনকে দেখা যেতে পারে অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগেও। সেখানে তার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR